তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৭৮

**তারুণ্যের শক্তি কাজে লাগিয়ে ২০৪১ সালে হবে উন্নত বাংলাদেশ**

 **-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

কক্সবাজার, ২৪ অগ্রহায়ণ (৯ ডিসেম্বর) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, তারুণ্যের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশ ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত বাংলাদেশে পরিণত হবে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই লক্ষ্যে জাতির পিতার স্বপ্নপূরণে কাজ করছেন।

আজ কক্সবাজারের ইনানীতে হোটেল রয়্যাল টিউলিপে জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল (জেসিআই) বাংলাদেশ আয়োজিত টেন আউটস্ট্যান্ডিং ইয়াং পারসনস অভ্‌ বাংলাদেশ ২০২২ পদক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ কথা বলেন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, বাংলাদেশকে অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি একটি মানবিক রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। ১৪ বছর আগের আর আজকের বাংলাদেশ দেখলে বোঝা যায় দেশে কি অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে।

কোনো জাদুর কারণে নয়, এটা হয়েছে শেখ হাসিনার জাদুকরী নেতৃত্বের কারণে, উল্লেখ করেন তথ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে ৮টি ক্যাটাগরিতে ১০ জন তরুণ-তরুণীর হাতে তিনি জেসিআই পদক তুলে দেন।

দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজিত এ পদক প্রদান অনুষ্ঠানে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সাইমুম সরওয়ার কমল বিশেষ অতিথি এবং জেসিআই বাংলাদেশ'র ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট নিয়াজ মোরশেদ এলিট স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরিদুল ইসলাম চৌধুরী, কানাডা আওয়ামী লীগের সভাপতি সরওয়ার হাসান, জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সালাউদ্দিন আহমেদ সিআইপিসহ জেসিআই সদস্যরা এতে যোগ দেন ।

#

আকরাম/এনায়েত/মোশারফ/সেলিম/২০২২/২২২৫ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী নম্বর:** ৪৮৭৭

**শিক্ষা জাতির সার্বিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির চাবিকাঠি**

 **--আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্**

ঢাকা, ২৪ অগ্রহায়ণ (৯ ডিসেম্বর):

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক (মন্ত্রী পদমর্যাদা) আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেছেন, স্বাধীনতাত্তোর যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশেষ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেন। রূপকল্প- ২০২১ বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় রূপকল্প- ২০৪১ এর লক্ষ্য অর্জনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০ প্রণয়ন করেছে।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ আজ বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার সেরালে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেন, শিক্ষা জাতির সার্বিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির চাবিকাঠি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও দেশকে এগিয়ে নিতে মানসম্মত শিক্ষাদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ১৯৭২ সালের সংবিধানে ‘রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি’ অংশে শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে ড. কুদরত ই-খুদাকে সভাপতি করে বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। ১৯৭৩ সালে ভঙ্গুর অর্থনীতির মধ্যেও বঙ্গবন্ধু দেশের দরিদ্র প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সন্তানদের জন্য শিক্ষার সমাধিকার নিশ্চিত করেন।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেন, শিক্ষক ও কর্মচারীদেরকে সরকারের বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা কাজে লাগিয়ে মানসম্মত শিক্ষাদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সার্বিক সমস্যাবলি সমাধানে সাহায়তার আশ্বাস দেন।

#

আহসান/সিরাজ/রফিকুল/লিখন/২০২২/১৮৩৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৭৬

**পার্টি অফিসে বোমা রেখে সমাবেশের ঘোষণা বিএনপির সন্ত্রাসী পরিকল্পনারই প্রমাণ**

 **---তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ অগ্রহায়ণ (৯ ডিসেম্বর) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ব‌লে‌ছেন, নয়াপল্টনে পার্টি অফিসের ভেতরে বোমা রেখে সামনের রাস্তায় সমাবেশের জন্য এতদিন গোঁ ধরে থেকে বিএনপি প্রমাণ করেছে যে ঢাকায় শান্তিপূর্ণ সমাবেশ নয়, সন্ত্রাসী কার্যকলাপই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

আজ রাজধানীর মিন্টো রোডে সরকারি বাসভবনে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে গত বুধবার নয়াপল্টনে বিএনপি নেতাকর্মী ও পুলিশের সংঘর্ষের পর বিএনপি অফিস থেকে ১৫টি তাজা বোমা, ২ লাখ পানির বোতল, ১৬০ বস্তা চাল, রান্না করা খিচুড়ি, হাড়ি-পাতিল এবং দুই লাখ নগদ টাকা উদ্ধারের কথা উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, ‘দেশে মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং যাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয় সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব। বিশেষ করে পুলিশের ওপর যখন হামলা হয়, রাস্তাঘাট বন্ধ করে বেআইনিভাবে যখন সমাবেশ করা হয়, তখন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সরকার বাধ্য হয়েছে। আমরা গত দুই সপ্তাহ ধরে বারংবার বলেছি, আপনারা যাতে বড় সমাবেশ করতে পারেন সে জন্য সরকার সর্বাত্মকভাবে সহায়তা করবে। কিন্তু না, তারা দেশে বিশৃঙ্খলা করার জন্য নয়াপল্টনেই সমাবেশ করবে। এটি তো সম্পূর্ণ ভাবে বেআইনি।’

শান্তিপূর্ণ সমাবেশ সবাই করতে পারে এবং সরকার যদি সহায়তা না করতো, নিরাপত্তা বিধান না করতো তাহলে বিএনপির পক্ষে কখনও দেশের নয়টি জায়গায় বড় সমাবেশ করা সম্ভব হতো না উল্লেখ করে সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, দেশের সব কয়টি বিভাগীয় শহরে তারা সমাবেশ করেছে, সরকার তাদের নিরাপত্তা দিয়েছে, সেখানে টুঁ শব্দটুকু হয়নি। যেখানে একটু হয়েছে, সেখানে তারা নিজেরা নিজেরা চেয়ার ছোঁড়াছুড়ি, মারামারি করেছে।

‘কিন্তু যখন বিএনপি ক্ষমতায় ছিল, আমরা বিরোধী দলে ছিলাম, তখন আমাদেরকে সমাবেশ করতে দেওয়া হতো না' বলেন সম্প্রচারমন্ত্রী। তিনি বলেন, '২০০৪ সালের ২১ আগস্ট সন্ত্রাসবিরোধী সমাবেশে গ্রেনেড হামলা চালিয়ে আমাদের নেত্রীকে হত্যার অপচেষ্টাসহ ২৪ জন আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীকে হত্যা ও প্রায় পাঁচশ' নেতা-কর্মীকে আহত করা হয়েছিল। শেখ হেলাল এমপির জনসভায় হামলা চালিয়ে এক ডজন মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল, কিবরিয়া সাহেব এবং আহসান উল্লাহ মাস্টারের জনসভায় হামলা চালিয়ে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল, সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের জনসভায় হামলা চালিয়ে মানুষ হত্যাসহ শতশত মানুষকে আহত করা হয়েছিল। অথচ ১৪ বছর যাবৎ আমরা ক্ষমতায়, তারা নির্বিঘ্নে সমাবেশ করেছে।’

মির্জা ফখরুল-মির্জা আব্বাসের গ্রেফতার প্রশ্নে হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘মির্জা ফখরুল ও মির্জা আব্বাস তারা সবাই ২০১৩-১৪-১৫ সালে পাঁচশ' মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা, ৩ হাজার মানুষকে আগুনে দগ্ধ করা, সাড়ে তিন হাজার গাড়ি পোড়ানো, লঞ্চ-ট্রেন পোড়ানোর হুকুম দাতা হিসেবে আসামি। তারা আদালতকেও বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছে, হাজিরা পর্যন্ত দেয়নি। আর গত ৭ তারিখ নয়াপল্টনে যে ঘটনা ঘটলো, পুলিশের ওপর হামলা করা হলো, বিএনপি কার্যালয়ের ভেতরে ১৫টি তাজা বোমা পাওয়া গেলো। চট্রগ্রাম ঢাকাসহ সারা দেশে যে গাড়িতে আগুন দেয়া এবং ভাঙচুর। এগুলোর হুকুম দাতাও মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব ও মির্জা আব্বাস। তাদের নেতৃতত্বে এগুলো হয়েছে। আর তাজা বোমা নিয়ে যখন কেউ পার্টি অফিসে বসে থাকে, তখন যারা বসা ছিল সবাই তো অপরাধী, তারা তাজা বোমা নিয়ে কেন বসে ছিল? এসব কারণে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করেছে।’

চলমান পাতা-২

পাতা-২

লন্ডন থেকে তারেক রহমান বিশৃঙ্খলা ঘটাতে উস্কানি দিচ্ছেন কি না এমন প্রশ্নের জবাবে ড. হাছান বলেন, 'এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, বিশেষ করে যে নয়াপল্টনেই সমাবেশ করবে- এটি তারেক রহমানের নির্দেশেই তারা করেছে। বিএনপির অনেক নেতারা শুরু থেকেই রাজি ছিল, এমন কি পুলিশের সাথে প্রথম দু'টো বৈঠকে বিএনপিই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমাবেশের প্রস্তাব দিয়েছিল। তারেক রহমানের নির্দেশেই তারা বিগড়ে বসে। মিরপুরে পল্লবী, কালসী মাঠ, ইজতেমার ময়দান, বাণিজ্য মেলার মাঠ এমন চার-পাঁচটি বিকল্প প্রস্তাবও তারা উপেক্ষা করে।’

‘তারেক রহমান দশট্রাক অস্ত্র মামলার দন্ডপ্রাপ্ত আসামি, খুন, চোরাচালান, মানিলন্ডারিংয়ের আসামি এবং একজন আসামির নেতৃত্বে যখন দল পরিচালিত হয়, সেই দল অপরাধী-আসামি-সন্ত্রাসীর মতই আচরণ করবে, বিএনপিতে তাই ঘটছে’ বলেন হাছান মাহ্‌মুদ।

ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বার্তার প্রশ্নে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, 'মার্কিন রাষ্ট্রদূত ৭ তারিখের ঘটনা নিয়ে তদন্তের কথা বলেছেন। অবশ্যই তদন্ত হবে। পুলিশ তো বিএনপি অফিসে বোমা পেয়েছে। কারা বোমা রেখেছিল, কারা বোমা বানিয়েছিল, বানানোর টাকা কারা দিয়েছিল, পুলিশের উপর কিভাবে হামলা করেছিল। এগুলো তদন্তে বেরিয়ে আসবে, পুলিশের কোনো ভুল থাকলে সেটাও তদন্তে বেরিয়ে অসবে। সরকার শান্তিপূর্ণ সমাবেশ নিশ্চিত করেছে সেই কারণেই বিএনপি সারা দেশে নয়টি বড় সমাবেশ করতে পেরেছে এবং ঢাকায়ও যাতে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করতে পারে সে জন্য সরকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ছাড়াও বিকল্প চারটি প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু পার্টি অফিসে বোমা রাখা, পুলিশের ওপর ইট-পাটকেল মারা, হামলা করা, বেআইনিভাবে রাস্তা বন্ধ করে সমাবেশ করা এগুলো শান্তিপূর্ণ সমাবেশ নয়।’

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ দিয়ে ড. হাছান বলেন, ‘সেখানে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থকরা ক্যাপিটল হিলে হামলা করেছিল। সেটি যেমন শান্তিপূর্ণ সমাবেশ নয়, সেটার সঙ্গে যারা যুক্ত ছিল তাদের বিরুদ্ধে যেমন তারা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং করছে, মামলাও পরিচালিত হচ্ছে, এমনকি ডোনাল্ড ট্রাম্পকেও অভিযুক্ত করার প্রক্রিয়া চলছে, এখানেও ৭ তারিখের ঘটনা তার সাথে তুলনীয় যে, এটাও শান্তিপূর্ণ সমাবেশ নয়, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ।’

‘এ সময় কিছু গণমাধ্যমের সাম্প্রতিক ভূমিকা নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘গণমাধ্যমের দায়িত্ব হচ্ছে সমাজের চিত্র ফুটিয়ে তোলা। একপেশে সংবাদ পরিবেশন করা গণমাধ্যমের কাজ নয। সেই ক্ষেত্রে গণমাধ্যম পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে যায়। কোনো গণমাধ্যমেরই রাজনীতি করা সমীচীন নয়। আমি আশা করবো যারা এগুলো করছেন তারা রাজনীতি করবেন না, গণমাধ্যম হিসেবেই কাজ করবেন। সরকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে তার মানে মানুষকে মিস-লিড করার অপচর্চা কোনোভাবেই সমীচীন নয়।’

#

আকরাম/সিরাজ/রফিকুল/আব্বাস/২০২২/১৮০২ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী নম্বর:** ৪৮৭৫

**প্রধানমন্ত্রী সকল ধর্মের মানুষের উন্নয়ন ও কল্যাণে অবিরাম কাজ করছেন**

 **--** **উশৈসিং বীর বাহাদুর**

বান্দরবান, ২৪ অগ্রহায়ণ (৯ ডিসেম্বর):

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের কল্যাণ চান। তিনি দেশের সকল ধর্মের মানুষের উন্নয়ন ও কল্যাণে অবিরাম কাজ করছেন। প্রধানমন্ত্রী পার্বত্য জেলাগুলোতে মসজিদ, মাদ্রাসা, বৌদ্ধ বিহার, মন্দির, গীর্জা নির্মাণ করে দিচ্ছেন। এছাড়া চলাচলের পথকে সহজ ও সুগম করতে বন্ধুর এলাকাগুলোতে পাকা রাস্তা, ব্রিজ, কালভার্ট, ইত্যাদি নির্মাণ করে দিচ্ছেন। এজন্য তিনি পার্বত্য তিন জেলার উন্নয়নে হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছেন।

মন্ত্রী আজ বান্দরবান জেলার আলীকদম থানার মারাইংতং ধম্মা জেদী ধর্ম বিহারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও মাঙ্গলিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

বীর বাহাদুর বলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গণতান্ত্রিক সরকার। মানুষের কল্যাণে এ সরকার সারাদেশে উন্নয়ন কাজ অব্যাহত রেখেছে। এ সরকার আগামী ২০৪১ সালে বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। আগের কোনো সরকারের আমলে পার্বত্য অঞ্চলে উন্নয়নের এতো জোয়ার ছিল না। তিনি সরকারের উন্নয়ন কাজে সকলকে আন্তরিক থাকার আহ্বান জানান।

ভরির মুখ মংপাইখই হেডম্যান পাড়া বৌদ্ধ বিহারের বিহারাধ্যক্ষ উঃ উইচারা মহাথেরের সভাপতিত্বে এ সময় আলী কদম কেন্দ্রীয় বৌদ্ধ বিহারের বিহারাধ্যক্ষ ভদন্ত উঃ ঞানিকা উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী পরে বিকালে লামা উপজেলার চম্পাতলা বৌদ্ধবিহার উৎসর্গ অনুষ্ঠানে যোগ দেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অর্থায়নে চম্পাতলা বৌদ্ধবিহারের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন তিনি।

এর আগে মন্ত্রী বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার বাইশারী ইউনিয়নে ৪৬ কোটি ৩২ লাখ টাকা ব্যয়ে চারটি পাকা সড়ক ও একটি ব্রিজ এবং ৪০ লাখ টাকা ব্যয়ে আলীক্ষ্যং জামে মসজিদ নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের উদ্বোধন করেন।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে বান্দরবান জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, এলজিইডি’র নির্বাহী প্রকৌশলী জিয়াউল ইসলাম মজুমদার, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বান্দরবান অঞ্চলের নির্বাহী প্রকৌশলী আবু বিন ইয়াছির আরাফাত, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য লক্ষ্মীপদ দাস, মোজাম্মেল হক বাহাদুরসহ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠনের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজুয়ান/সিরাজ/রফিকুল/লিখন/২০২২/১৬১৯ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী নম্বর:** ৪৮৭৪

**দেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করতে আন্তর্জাতিকভাবে বার বার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে**

 **--** **নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

দিনাজপুর, বোচাগঞ্জ ২৪ অগ্রহায়ণ (৯ ডিসেম্বর):

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করতে আন্তর্জাতিকভাবে বার বার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। তারা চায় না আমরা বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকি। কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকল ষড়যন্ত্রকে পিছে ফেলে বাংলাদেশকে সোনার বাংলায় রূপান্তর করছে। প্রতিমন্ত্রী আজ দিনাজপুরের বোচাগঞ্জ উপজেলায় বোচাগঞ্জ মডেল স্কুলের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, শুধু একাডেমিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলে চলবে না, সামগ্রিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। তবেই বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণ করা সম্ভব। আগে যারা এস এস সি পরীক্ষায় স্টার পেতো তাদেরকে মেধাবী বলা হতো, এখন মেধাবী বলা হয় যাদের সামগ্রিক শিক্ষা আছে। শুধু ক্লাসের পড়া হলেই চলবে না, অতিরিক্ত কারিকুলামের দিকে নজর দিতে হবে। তিনি বলেন, সমাজের বিত্তবান মানুষ শিক্ষায় বিনিয়োগ করলে আগামীর প্রজন্ম, সমাজ ও বিনিয়োগকারী লাভবান হবে। তাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তিনি শিক্ষকদের উদ্দেশে বলেন, কোমলমতি শিশুদের পড়ালেখায় চাপ দেয়া যাবে না, তাদেরকে ভালবাসা ও মমতা দিয়ে পড়ালেখা শেখাতে হবে।

বোচাগঞ্জ মডেল স্কুলের সভাপতি মোর্শেদ মতিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং সহকারী শিক্ষিকা বিথি রানী ধরের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে অন‍্যান‍্যের মধ‍্যে বক্তব্য রাখেন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ কামরুল ইসলাম, বোচাগঞ্জ উপজেলা নিবার্হী অফিসার ছন্দা পাল, সেতাবগঞ্জ পৌরসভার মেয়র মোঃ আসলাম, স্কুল পরিচালনা কমিটির সদস্য ফরহাদ মতিন চৌধুরী ও মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ আনোয়ার হোসেন।

#

জাহাঙ্গীর/সিরাজ/রফিকুল/লিখন/২০২২/১৬১৯ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৭৩

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৪ অগ্রহায়ণ (৯ ডিসেম্বর) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে আজ শুক্রবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৩০ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার এক দশমিক ১৪ শতাংশ। এ সময় ২ হাজার ৬৩৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৩৬ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৮৬ হাজার ৩৯৫ জন।

#

কবীর/সিরাজ/আব্বাস/২০২২/১৭০০ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী নম্বর:** ৪৮৭২

**বিদ্যুৎসেবা জনগণের দৌরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে**

 **- বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ অগ্রহায়ণ (৯ ডিসেম্বর):

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, 'সমন্বিত উদ্যোগে বিদ্যুৎসেবা জনগণের দৌরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য স্মার্ট প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগ সর্বসাধারণের সত্যিকারের সেবার জন্য কার্যকরী অবদান রাখবে। যেকোন সমস্যার উদ্ভব হলে প্রযুক্তি ব্যবহার করেই তা চিহ্নিত করা এবং সে অনুযায়ী সমাধান করা সম্ভব হবে।

প্রতিমন্ত্রী গতকাল রাজধানীর একটি হোটেলে 'Workshop on NESCO’S Experience Towards Smart Distribution System' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিতরণ কোম্পানিগুলোর কার্যক্রম যত আধুনিক হবে গ্রাহকরা তত ভালো সেবা পাবে। তিনি সিস্টেম লস আরো কমানোর বিষয়ে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

কোম্পানিগুলোকে নিজেদের আয় বাড়াতে পরামর্শ দিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিতরণ প্রতিষ্ঠানগুলো সোলার প্রজেক্টের মাধ্যমে নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে। তিনি নেসকোর স্মার্ট বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়নের প্রয়াসকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এধরণের উদ্যোগ গ্রাহককে আরো উন্নত ও নিরবচ্ছিন্ন সেবা নিশ্চিত করবে।

বিদ্যুৎ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ও প্রকল্প পরিচালক মো: নুরুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মাঝে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব মো: হাবিবুর রহমান ও যুক্তরাষ্ট্রের NRECA International -এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. ড্যান ওয়াডেল এবং নেসকো লি: এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাকিউল ইসলাম প্রমুখ।

#

আসলাম/মেহেদী/জুলফিকার/রবি/ইমা/২০২২/ ঘণ্টা

**Not to publish before 5 PM**

Handout Number : 4871

**Prime Minister’s message on the International Human Rights Day**

Dhaka, 9 December :

 Prime Minister Sheikh Hasina has given the following Message on the occasion of the International Human Rights Day :

“On the auspicious occasion of International Human Rights Day, I, on behalf of the Government and people of Bangladesh, join the international community in reaffirming our unwavering commitment to the promotion and protection of the human rights and fundamental freedom of all people as enshrined in the Universal Declaration of Human Rights. This year, the Day assumes added significance as it is devoted to commencing a year-long campaign for the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights.

As a committed, responsible, and contributing member of the international community, Bangladesh has always been at the global forefront in demonstrating its robust engagement with human rights mechanisms and institutions and in living up to its national and international obligations to promote and protect human rights. Bangladesh's accession to or ratification of almost all the key international human rights instruments epitomizes the constitutional commitment and solemnity with which the country deals with the issue of human rights. However,

politically motivated uses of human rights issues against developing countries in a selective manner continue to paralyze multilateral human rights mechanisms. Such an approach by a handful of countries contradicts the spirit of the UN Charter on sovereignty and non-interference.

For Bangladesh, a nation that was born out of a long struggle against injustice, discrimination, and oppression, respect for the human rights of our citizens is indeed a constitutional and ideological pledge. Our Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, envisioned a country that would uphold the principles of secularism, equality, inclusivity, democracy, and justice. Guided by the Constitutional commitment and drawing inspiration from the vision of Father of the Nation, my Government has made relentless efforts during the last fourteen years to uphold the human rights and fundamental freedoms of every one of our citizens, especially the vulnerable ones, including women, children, religious and ethnic minorities, persons with disabilities and people living in extreme poverty. We remain committed to combating poverty, deprivation, and social exclusion that violate human rights and dignity and create barriers to the full enjoyment of human rights and social justice by a particular segment of our people.

However, atrocities continue to torment the conscience of humankind all around the world. The decade- long persecution of Rohingyas in Myanmar and the painful suffering of the Palestinian people are only a few examples of gross human rights violations. The emergence of new challenges like climate crisis is detrimental to the enjoyment of people's fundamental rights. As the world gradually begins to recover from the negative impact of the Covid-19 pandemic, the spiraling crisis due to the Russia-Ukraine war has plunged the world into more uncertainty and vulnerability. Against this backdrop, this year's theme, "Dignity, Freedom, and Justice for All," is very relevant.

On the occasion of Human Rights Day, we call upon the people of the world to renew their vow to the cause of human dignity and freedom. As a State Party to almost all human rights instruments and a newly elected member of the Human Rights Council, Bangladesh renews its pledge to continue its unflinching support towards ensuring the inalienable rights of all individuals all over the world.

 Joi Bangla, Joi Bangabandhu

 May Bangladesh Live forever."

#

Emrul/Mehedi/Zulfikar/Robi/Shamim/2022/1130 hours

Not to publish before 5 PM

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৭০

**বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৪ অগ্রাহায়ণ (৯ ডিসেম্বর) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১০ ডিসেম্বর ‘বিশ্ব মানবাধিকার দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উদ্যোগে 'বিশ্ব মানবাধিকার দিবস' পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে বিশ্বের শোষিত-নিপীড়িত মানুষের সংগ্রামের প্রতি সংহতি প্রকাশ করছি। জাতিসংঘ মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এবছর মানবাধিকার দিবস অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের প্রস্তাবনায় উল্লেখিত সবার জন্য মর্যাদা, স্বাধীনতা এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিতের অঙ্গীকার পুনরাবৃত্তি করার লক্ষ্য নিয়ে মানবাধিকার দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'Dignity, Freedom, and Justice for All' অর্থাৎ 'মানব-মর্যাদা, স্বাধীনতা আর ন্যায়পরায়ণতায়, দাঁড়াবো সকলেই অধিকারের সুরক্ষায়' অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়েছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এদেশের মানুষকে হাজার বছরের শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মুক্তি দেওয়ার লক্ষ্যে সারাজীবন আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন। তিনি এমন বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছিলেন যেখানে প্রতিটি মানুষ মানবিক মর্যাদা, সাম্য ও ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা লাভ করবে। এ অঞ্চলের মানুষের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য তিনি বারবার কারাবরণ করেছেন। জাতির পিতার নিঃস্বার্থ সংগ্রাম ও দূরদর্শী নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। স্বাধীনতা লাভের মাত্র নয় মাসের মধ্যেই তিনি দেশের সকল নাগরিকের মানবাধিকার সুরক্ষার দলিল হিসেবে সংবিধান প্রণয়ন করেন।

আওয়ামী লীগ সরকার দেশের জনগণের মানবাধিকার সুরক্ষায় বদ্ধপরিকর। এবছর বাংলাদেশ ২০২৩-২০২৫ মেয়াদের জন্য জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল (ইউএনএইচআরসি)-এর সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। আমাদের সরকারের আমলেই জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে বাংলাদেশ চারবার সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনের এই ফল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মানবাধিকারের সুরক্ষা এবং প্রচারে বাংলাদেশের অব্যাহত প্রচেষ্টা এবং অঙ্গীকারের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের স্বীকৃতির সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ। তাছাড়াও এটি দেশে এবং বিদেশে রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কতিপয় ব্যক্তিবর্গের দেওয়া মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্যের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতিকে নেতিবাচকভাবে চিত্রিত করার হীন উদ্দেশ্যকেও মিথ্যা প্রমাণ করে।

আমরা মিয়ানমারে গণহত্যা ও নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছি। রোহিঙ্গাদের নিরাপদে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্যে বিশ্ব সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করে বহুমুখী প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। আমরা দেশের জনগণের মানবাধিকার সুরক্ষায়ও বদ্ধপরিকর। কেননা '৭৫-এর ১৫ই আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করার পর খুনিদের যাতে কেউ বিচার করতে না পারে সে জন্য ‘দায়মুক্তি আইন’ করা হয়েছিল। আমরা ১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পূর্বে এই বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের বিচার চেয়ে মামলা করতে পারিনি। সরকার গঠনের পর সেই কালো আইন বাতিল করে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় আমরাই প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলাম। এরপর থেকে আমরা সকল মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচারের ব্যবস্থা করেছি। ২০০৯ সালে সরকারে আসার পর আমরাই ‘জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন’ প্রণয়নের মাধ্যমে কমিশন প্রতিষ্ঠা করি। আমরা ইতোমধ্যে কমিশনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছি। ফলে বর্তমানে কমিশন স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শৈশব/কৈশোর থেকেই শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনলাইন ভিত্তিক ‘মানবাধিকার কোর্স' চালু করেছি। তাছাড়া, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ প্রতিরোধে কমিশনের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো ন্যাশনাল ইনকোয়ারি কমিটি করা হয়েছে।

আমি মানবাধিকার সুরক্ষার কাজে নিয়োজিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশনসহ সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী, সিভিল সোসাইটি, গণমাধ্যম, মালিক ও শ্রমিক সংগঠনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানাই।

আমি ‘বিশ্ব মানবাধিকার দিবস’ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।”

শাওন/মেহেদী/জুলফিকার/রবি/শামীম/২০২২/১৩০৮ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৬৯

**মানবাধিকার দিবসে** **রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৪ অগ্রাহায়ণ (৯ ডিসেম্বর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘মানবাধিকার দিবস' উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

১৯৪৮ সালের এই দিনে জাতিসংঘ কর্তৃক মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র গৃহীত হয় এবং এ বছর বিশ্বব্যাপী মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ৭৫ বছর পূর্তি উদযাপিত হচ্ছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সাম্য, ন্যায়বিচার ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধানে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সকল মানবাধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। আমরা গর্বিত জাতি যে আমাদের সংবিধান জাতিসংঘের ঘোষিত সার্বজনীন মানবাধিকারের সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ। প্রেক্ষিতে মানবাধিকার দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'Dignity, Freedom, and Justice for All’ ‘মানব-মর্যাদা, স্বাধীনতা আর ন্যায়পরায়নতা, দাঁড়াবো সকলেই অধিকারের সুরক্ষায়' যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ২০০৯ সালে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করে। মানবাধিকার সুরক্ষায় জনগণকে সচেতন করার পাশাপাশি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় ভুক্তভোগীদের ক্ষতিপূরণ প্রদান ও ন্যায়বিচার নিশ্চিতে কমিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। জনসাধারণ যেন তাদের অধিকার সম্পর্কে আরো বেশি সচেতন হতে পারে এবং কমিশনের কাছ থেকে সহায়তা পেতে পারে সে লক্ষ্যে কমিশনকে তৃণমূল পর্যায় থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত সামগ্রিক কার্যক্রম আরো জোরদার করার জন্য আমি আহ্বান জানাই।

আমি আশা করি মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় ভুক্তভোগীদের প্রতিকার পাওয়ার পথ সুগম করতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

আমি ‘মানবাধিকার দিবস' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/মেহেদী/জুলফিকার/রবি/শামীম/২০২২/১১৫৮ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৬৮

**ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৪ অগ্রাহায়ণ (৯ ডিসেম্বর) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১০ ডিসেম্বর ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে দেশব্যাপী ‘ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ, ২০২২' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি দেশের আপামর জনসাধারণ, ব্যবসায়ী এবং ভ্যাট আহরণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজস্বকর্মীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই ।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শূণ্য হাতে একটি যুদ্ধ-বিধ্বস্ত স্বাধীন দেশ পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন, যখন ব্যাংকে একটি টাকাও ছিল না এবং রিজার্ভ ছিল না। স্বাধীনতা অর্জনের পর তিনি শিল্প-প্রতিষ্ঠান, কল-কারখানা জাতীয়করণের মাধ্যমে সেখানে জনগণের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন। '৭০-এর নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী তিনি শিল্প-ভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশ এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-১৯৭৮) গ্রহণ করেন। তিনি অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল দেশ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে ১৯৭২ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ৭৬ নং অধ্যাদেশ জারীর মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন।

ভ্যাট দেশের অভ্যন্তরীণ রাজস্বের অন্যতম প্রধান উৎস। রাজস্ব আয় থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়েই সরকার উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সেবা প্রদানের ব্যয় নির্বাহ করে থাকে। এই অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমাদের সরকার সময় ও অর্থ সাশ্রয়ী আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর একটি মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। আমরা ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর ‘মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২' প্রণয়ন করি এবং ২০১৯ সালের ১ জুলাই থেকে বাস্তবায়ন শুরু করি। এই আইনকে অধিকতর কার্যকরকরণ এবং অনলাইনে ভ্যাট নিবন্ধন ও ভ্যাট রিটার্ন দাখিলের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন করি। ইতোমধ্যে সাড়ে ৩ লাখের অধিক করদাতা নতুন ১৩ ডিজিটের নিবন্ধন অনলাইনে গ্রহণ করেছে এবং ৭৩ শতাংশ দাখিলপত্র অনলাইনে হচ্ছে। ই-পেমেন্টে অর্থ বিভাগের অটোমেটেড চালান ব্যবহার করে ১২টি তফশিলি ব্যাংকের মাধ্যমে অনলাইনে এবং ৪৬টি তফশিলি ব্যাংকের মাধ্যমে অফলাইনে সরকারী কোষাগারে রাজস্ব প্রদানের ব্যবস্থা করেছি। কাস্টমস্ কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য আমরা ওয়েব ভিত্তিক ASYCUDA World System চালু করেছি। আমাদের সরকারের গৃহীত যুগোপযোগী নীতি ও ব্যবস্থাপনার ফলে করদাতাগণ যেমন কর পরিপালনে আগ্রহী হচ্ছেন, তেমনি দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য-বিনিয়োগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যাপক হারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে।

আমরা ২০০৮ সালের নির্বচনী ইশতেহারে ঘোষণা করেছিলাম, রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত করবো। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনের মাহেন্দ্রক্ষণে জাতিসংঘ বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অংশ হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড লক্ষ্যমাত্রা ১৭.২ বাস্তবায়নে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে আমরা দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছি, একটি সমৃদ্ধ রাজস্ব ভান্ডার গড়ে তোলার উপর প্রাধান্য দিচ্ছি। তাছাড়া, প্রয়োজনীয় পেশাগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর, দক্ষ, যুগোপযোগী ও জনবান্ধব রাজস্ব প্রশাসন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে আমরা নিরলস কাজ করে যাচ্ছি। আমি জাতির পিতার স্বপ্নের 'সোনার বাংলাদেশ' গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকলকে সততা, একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানাই ।

আমি ‘ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ, ২০২২' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।”

#

সরওয়ার/মেহেদী/জুলফিকার/রবি/শামীম/২০২২/১২২৬ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৬৭

**ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৪ অগ্রাহায়ণ (৯ ডিসেম্বর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ১০ ডিসেম্বর ‘ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ ২০২২' উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ‘ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ ২০২২' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষ্যে আমি ব্যবসায়ী, ভোক্তাসাধারণ এবং রাজস্ব আদায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এবছর ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহের প্রতিপাদ্য 'উন্নয়নের ভ্যাট নীতি, ভ্যাট দিয়ে গড়ব জাতি' যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

রাষ্ট্রের ব্যয় নির্বাহ এবং উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সিংহভাগ অর্থই আসে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আয়ের বৃহত্তম খাত ভ্যাট থেকে। তাই যথাসময়ে সঠিক পরিমাণ ভ্যাট আহরণ নিশ্চিত করতে ভ্যাট আহরণকারী সকল স্তরের রাজস্ব কর্মী ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস ও সহযোগিতার অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি বলে আমি মনে করি। ভ্যাট প্রদানে জনগণকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি ভ্যাট প্রদান পদ্ধতি সরলীকরণের জন্য সরকার রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির আওতায় এনেছে।

বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের প্রেক্ষাপটে দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল রাখতে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি ও রাজস্ব আদায়ের সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার কোনো বিকল্প নেই। মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার ধারাবাহিকতায় আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখছি। এই লক্ষ্য অর্জনে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের নিরবচ্ছিন্ন ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি করতে হবে। আমি রাজস্ব আহরণের গতিধারাকে আরো বেগবান করতে ব্যবসায়ী, করদাতা, ভোক্তাসাধারণসহ দেশের সর্বস্তরের জনগণকে রাজস্ব প্রদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

‘ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ ২০২২' উদযাপন সফল হোক - এ কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/মেহেদী/জুলফিকার/রবি/শামীম/২০২২/১২০২ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ